দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
এনুমেরেশন কেন্দ্র

তারিখ 11 JAN 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

মেডিকেল কলেজ ঃ সমস্যাবলী এবং সমাধানের উপায়

—শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশে রোগাক্রান্ত লোকদের সুচিকিৎসার জন্যে যে সংখ্যক পাসকরা চিকিৎসক দরকার বাস্তবে সেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসকের যে দারুন অভাব রয়েছে সে কথাটি স্বীকৃত সত্য। প্রতি বছর বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান নিয়ে এইচএসসি পাস করে থাকে। এদের বেশীর ভাগেরই ইচ্ছে থাকে মেডিকেল কলেজ অথবা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই যে সব ইচ্ছে পূরণ হবে তেমন কোনো কথা তো নেই। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই আকাঙ্ক্ষিত কোর্সে ভর্তি হতে পারে না নানা রকম প্রতিবন্ধকতার জন্যে। এর মধ্যে প্রধান হলো— আসন সংখ্যার স্বল্পতা এবং ভর্তি হওয়ার কঠোর নিয়ম-কানুন।

এ নিবন্ধে আমি মূলতঃ মেডিকেল কলেজে ভর্তি ও সেখানকার শিক্ষা এবং অন্যান্য পরিবেশ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করতে চাই। এ ব্যাপারে আমি বরিশালের শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করে সদ্য বেরিয়ে আসা ডাঃ ইমতিয়াজ আশরাফ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করেছি। এই নবীন চিকিৎসক মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তি হওয়ার পুরোনো রীতি ও বর্তমান রীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। ডাঃ ইমতিয়াজ আশরাফ চৌধুরীর মতে, বর্তমানে মেডিকেল কলেজগুলোতে ছাত্র ভর্তির যে নিয়ম চালু হয়েছে সেটি আগের নিয়মের চেয়ে উন্নত। আগে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের উপরে ভিত্তি করে ছাত্র-ছাত্রীদের মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তি করা হতো। কোনোরকম ভর্তি পরীক্ষা ছিলো না। সে সময় ন্যাশনাল মেরিট লিস্টের কোটা ছিলো ৫০ শতাংশ। এ ছাড়া ছিলো জেলাভিত্তিক লোকসংখ্যার ভিত্তিতে জেলা মেরিট লিস্ট। সম্ভবত এখনো এই শতকরা হার বজায় রয়েছে।

বর্তমানে মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। এটা লিখিত পরীক্ষা। মাঝখানে মৌখিক পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছিলো। এখন সে পদ্ধতি নেই। তবে বর্তমানে লিখিত ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফলও বিবেচনা করা হবে বলে জানা গেছে। ডাঃ চৌধুরী এই নতুন পদ্ধতির প্রতি জোর সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

মেডিকেল কলেজগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ কেমন, ছাত্র-ছাত্রীরা কতোখানি রাজনীতি সচেতন, লেখাপড়ার প্রতি তাদের আগ্রহ কেমন, শিক্ষকদের আন্তরিকতা কতোটুকু, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কেমন এসব বিষয়েও ডাঃ ইমতিয়াজ আশরাফ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি এসব বিষয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা করে আমার মনে হয়েছে, কোনো কিছুর প্রতি তিনি অতি উৎসাহী কিংবা অতি উদাসীন নন। একজন শিক্ষিত ও সচেতন যুবক হিসেবে বিবেক এবং নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে তিনি যেটা ভালো বোঝেন সেটাই বিশ্বাস করেন এবং তারই ভিত্তিতে নিজের মন-মানসকে প্রস্তুত করে রাখেন। তিনি বললেন, অন্য সব মেডিকেল কলেজগুলোর কথা না জানলেও শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজে যে কয় বছর আমি লেখাপড়া করেছি তাতে এ বিশ্বাস আমার হয়েছে যে, সব ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী, তারা নিরিবিলি ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শিক্ষা লাভ করতে চায়। দু'একটি ব্যতিক্ম যদি থাকেও তাহলে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। রাজনীতির প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ আছে। ৭০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীই রাজনীতি সচেতন। তবে লেখাপড়ার ক্ষতি করে তারা রাজনীতি করতে চায় না।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের প্রশ্নে ডাঃ চৌধুরী খনিকটা নৈর্ব্যক্তিক স্বরে বললেন, ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যেকার সম্পর্ক আরো উন্নত হওয়ায় উচিত। তার এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, বর্তমান ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের গভীরতা ও মাধুর্য সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ নন।

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, মাঝে মাঝে শুধু মেডিকেল কলেজই নয়, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও যে অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্র-ছাত্রীদের হল, হোস্টেল ত্যাগ করতে বলা হয় তাতে লেখাপড়ার অচিন্ত্যনীয় ক্ষতি হয়। এটা জানা কথা যে, অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীকেই এই অবস্থায় গ্রামের বাড়ীতে চলে যেতে হয়। হঠাৎ তাদের এভাবে গ্রামের বাড়ীতে যেতে সন্দেহাতীতরূপে অসুবিধা হয়। বিশেষ করে আর্থিক দিক থেকে তারা বেশ সংকটে পড়ে যায়।

ডাঃ ইমতিয়াজ আশরাফ চৌধুরী বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আর যে সব কথা বলেন তার মধ্যে হোস্টেল ও শিক্ষক সমস্যা প্রধান। শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব রয়েছে। যারা বর্তমানে শিক্ষকতা করছেন, তারাও অত্যধিক চাপের জন্যেই হোক, আর অন্য কোনো কারণেই হোক ছাত্রদের প্রতি খুব একটা মনোযোগ দিতে পারছেন বলে মনে হয় না। অন্যদিকে ছাত্রদের হোস্টেলেও আসন সংখ্যা সীমিত। ছাত্র-ছাত্রীদের স্থান সংকুলানের জন্যে আরো হোস্টেল নির্মাণ করা প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

এ পর্যায়ে ডাঃ চৌধুরীকে শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যাপকদের প্রাইভেট প্রাকটিস সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি সামান্য হেসে বললেন, কিছু প্রাইভেট প্রাকটিস তো থাকবেই। তবে সে জন্যে এটা মনে করা সঙ্গত হবে না যে, এই হাসপাতালের চিকিৎসকরা হাসপাতালের রোগীদের প্রতি অমনোযোগী। চিকিৎসার ব্যাপারে চিকিৎসকরা যথেষ্ট মনোযোগী এবং বিশ্বস্ত।

নতুন ডাক্তারদের জন্যে পূর্বের ইন-সার্ভিস ট্রেনিং এবং বর্তমানের ইন্টার্নীশীপের মধ্যেকার পার্থক্য

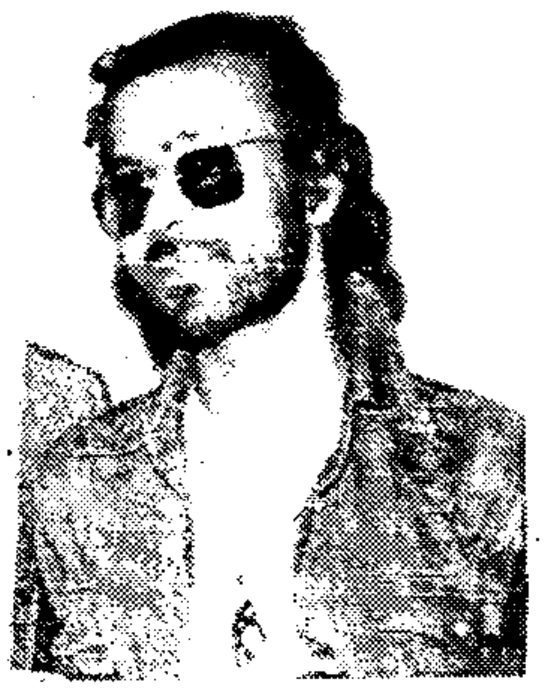

ডাঃ ইমতিয়াজ আশরাফ চৌধুরী

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ইন-সার্ভিস ট্রেনিং-এর অর্থ তো সুস্পষ্ট। মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করার পরে নির্দিষ্ট মেয়াদের প্রশিক্ষণ গ্রহণকালেও তারা চাকরিজীবীরূপে গণ্য হতেন। মাসিক বেতন পেতেন। বর্তমানের ইন্টার্নীশীপ হলো শুধু নির্দিষ্ট মেয়াদের প্রশিক্ষণ। এ সময়ে নতুন ডাক্তাররা শুধু একটা ভাতা পাবেন। প্রশিক্ষণ শেষে এদের সরকারী চাকরিতে আত্মীকরণ করা বাধ্যমূলক নয়। তিনি আরো বলেন, একজন নতুন ডাক্তার হিসেবে আমি মনে করি, পূর্বের ইন-সার্ভিস ট্রেনিং ব্যবস্থাই ভালো ছিলো।

ডাঃ ইমতিয়াজ আশরাফ চৌধুরী মূলতঃ শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজের উপরে ভিত্তি করে কথাবার্তা বললেও আমার ধারণা, তার বক্তব্য কমবেশী দেশের সবগুলো মেডিকেল কলেজ সম্পর্কেই প্রযোজ্য হতে পারে।

নিবন্ধের প্রথমেই বলেছি, মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। তবে ডাঃ ইমতিয়াজ আশরাফ চৌধুরীর সঙ্গে আমিও এ ব্যাপারে একমত যে, বর্তমান ভর্তি পদ্ধতি আগের চেয়ে ভালো। কেননা, নানা কারণে কোনো কোনো ছাত্র এসএসসি অথবা এইচএসসি পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল করতে ব্যর্থ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষা হলে তাদের মেধা ও জ্ঞানের সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব।

আকস্মিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণার বিষয়টি সচেতন দেশবাসীকে সবসময়ই ভাবনার মধ্যে রাখছে। এভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়া বিঘ্নিত হলে স্বাভাবিকভাবেই কোর্স নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে পরীক্ষাও পিছিয়ে দিতে হয়। ফলে, ছাত্র-ছাত্রীদের পাস করে বেরিয়ে আসতে বেশ দেরী হয় এবং এজন্যে গুনাগারী দিতে হয় অভিভাবকদের। তাঁরা বাড়তি অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হন, যা আমাদের দেশের বেশীরভাগ অভিভাবকদের উপরেই নিদারুণ চাপ সৃষ্টি করে থাকে। আমার মনে হয়, এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্যে ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটা সমঝোতা থাকা আবশ্যক।

কোনো পক্ষেরই উত্তেজনা বা অসহনীয় মনোভাব প্রদর্শন করা ঠিক নয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা সম্পর্কে ডাঃ চৌধুরী যা বলেছেন সে বিষয়টিও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। যদি শিক্ষার্থীদের শোয়ার বা নিভৃতে লেখাপড়া করার সুব্যবস্থা না থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের মানসিক শান্তি এবং লেখাপড়া বিঘ্নিত হবে। শুধু শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজই নয়, অন্যান্য মেডিকেল কলেজগুলোর অবস্থাও বিশ্লেষণ করে এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না।

পরিশেষে বলবো, দেশে আরো অনেক ডাক্তার দরকার। তাই মেডিকেল কলেজগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা যথাসম্ভব বাড়ানো আবশ্যক। প্রয়োজনবোধে নিয়ম-কানুন কিছুটা শিথিলও করা যেতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাহলে ভর্তিচ্ছুদের যে চাপ সৃষ্টি হবে তা কিভাবে মোকাবেলা করা যাবে?

এ ব্যাপারে আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি এই অনুরোধ রাখবো যে, নতুন একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা যেহেতু সহজ নয় সেহেতু এখন যে মেডিকেল কলেজগুলো আছে সেগুলোর আসন সংখ্যা যথাসম্ভব বাড়ানো হোক এবং পরে সময় ও সুযোগ বুঝে নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক।